শ্রী রাম চন্দ্র মিশন®
কেবলমাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত
ECHOES INDIA
সেপ্টেম্বর ২০১৩ ৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা

মানাপাক্কাম থেকে খবর

জুন ২০১৩

কান্‌হা এবং ব্রহ্মাণ্ড প্রকল্পের জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে গুরুদেব খুবই আগ্রহান্বিত ছিলেন। যার ফলস্বরূপ এই প্রচেষ্টায় নতুন শক্তি সঞ্চারিত হল। গুরুদেব ডর্ম 'এ'তে এসে বললেন,"আমিও তোমাদের মতো এই জমির এক মালিক এবংআমিওচাই আমাদের সকলের উপকারার্থে এই ব্যাপরটার দ্রুত নিষ্পত্তি হোক"।

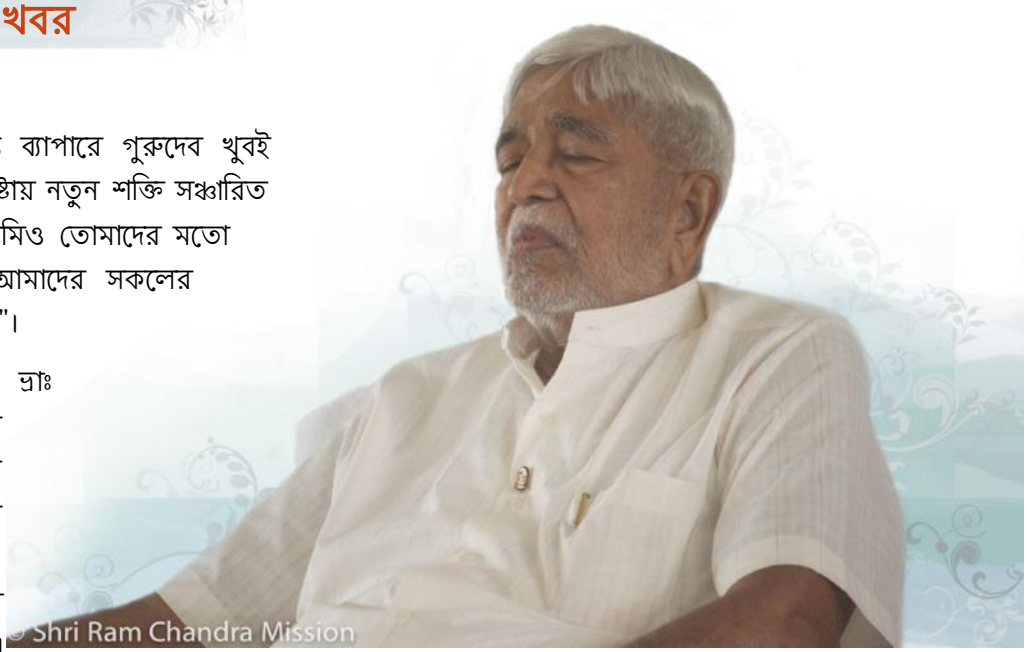

গুরুদেব বাবুজী মহারাজের কিছু বই ভ্রাঃ কমলেশের হাতে সমর্পণ করেন। তিনি তাঁর ওরিজিনাল ডাইরীগুলিও ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলের হাতে তুলে দেন। ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলবলেনযেএগুলো মিশনের অমূ–ল্যসম্পদএবং ভবিষ্যতে অভ্যাসীদের প্রত্যেকেরই এগুলোর প্রয়োজন আসবে। গুরুদেব বলেন "আমি কখনই ভাবিনি এগুলো কারো কাজে লাগবে। আমি শুধুমাত্র আমার নিজের প্রয়োজনেই এগুলো লিখেছিলাম"। গুরুদেব ১৯৬৪ থেকে ১৯৯৪ নিজের হাতেই ডাইরী লেখেন তারপর ১৯৯৫ থেকে তিনি সরাসরি কম্পুটারে ডাইরী লেখা শুরু করেন।

গুরুদেব এক ঘটনার কথা বলেন যখন তিনি প্রায় সকাল পাঁচটা নাগাদ গায়ত্রীতে বাবুজীর শয়নকক্ষের বাইরে ডাইরী লিখছিলেন। হঠাৎ বাবুজী বাইরে এসে দেখতে চাইলেন। গুরুদেব তাঁকে ডাইরী দেখাতে তিনি বললেন, "আরে!আমিযা বলেছি তুমি সবই লিখছ। তুমি সব মনে রাখ কিভাবে, যা আমারই মনেনেই "। গুরুদেব বলেন,"আমি নিজেকে ঠিক ঐ তারিখে নিয়ে যাই আর সব কিছু আমার সামনে চলে আসে। একথা শুনে বাবুজী যারপরনাই খুশী হন এবং বলেন, "একেই বলে গবেষণা"।

এরপর গুরুদেব বলেন,বাবুজী তাঁকে প্রশ্ন করেন কিভাবে তিনি শুয়ে পড়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়েন। গুরুদেব বলেন," তিনি মনে করেন ঘুম ঠিক তাঁর কপালের সামনে থেকে চোখের মধ্যে ধীরে নেমে আসছে আর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন"। উত্তরে বাবুজীবলেন," দেখো, গবেষণা মানেই শুধু কাগজ আর কাগজ আর থিওরী লেখা নয়। এটাই হল আসল গবেষণা'।

এরপর গুরুদেব বলেন,"বেশীর ভাগ কাজ আমি বাবুজী মহারাজের সাথে ঘুরে বেড়াবার সময় শিখেছি। উনি আমাকে কাজ করতে বলতেন আর নিজে লক্ষ্য করতেন। অনেক সময় তিনি আমাকে তাঁর পাশে বসে একসাথে কাজ করতে বলতেন, প্রাণাহুতি দিতেন। আমিযদি আরও দশ বছর তাঁর সঙ্গে থাকতে পারতাম !বাবুজী আমাকে বলেছিলেন তিনি আমার সঙ্গে ও আশেপাশে ২০০৬–০৭ পর্যন্ত থাকবেন, কিন্তু তিনি অনেক বছর আগেই চলে গেলেন" !

জুলাই ২০১৩

কয়েক মাসআগে গুরুদেব ইন্টারনেটে "মেনি লাইভ্‌স্, মেনি মাস্টার্‌স্" এর রচয়িতা ব্রায়ান ওয়েস্ এর এক রিগ্রেসন্ পর্ব দেখছিলেন। ব্রায়ান ওয়েস্ "মিরাক্‌ল্‌স্ হ্যাপেন" নামে একটা নতুন বই লিখেছেন এবং গুরুদেব এটা পড়তে শুরু করেছেন। রিগ্রেসন্ চিকিৎসায় মানুষ তাদের অতীত জীবনে চলে যেতে পারে এটাই এই কাহিনীর বিষয়। এই বইতে বলা হয়েছে আমরা সকলেই এক, আর নানা উদাহরণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে মানুষের এই মেলামেশা ও দেখাসাক্ষাৎ শুধুমাত্র কাকতালীয় নয়, আসলে এটা অনেক অতীত জীবনের বিভিন্ন মেলামেশারই প্রবহমানতা।

গুরুদেব একসাথে ২–৩ টে বই পড়েন। এইরকমেরই কোন বই গুরুদেব পড়ার সময় তুলে নেন। ওমেগা স্কুলের কিছু ছাত্রছাত্রী সপ্তাহান্তে বই পড়ে শোনানোর জন্য আসে। যখন তিনি শোনেন তাঁর চোখ বন্ধ থাকে এবং তিনি গভীর মনযোগ দিয়ে শোনেন কি পড়া হচ্ছে। এইভাবে তিনি যে পড়ছে তার ভুলত্রুটিও সংশোধন করে দেন।

সিঙ্গাপুরে ধ্যানকেন্দ্রের উদ্বোধন

বুধবার, ৩ জুলাই, ২০১৩

গুরুদেব বলেন,"আমরা সিঙ্গাপুরে এই ধ্যান কেন্দ্রের জন্য অনেক দিন থেকে অপেক্ষা করে আছি"। তিনি খুব সকালে উঠে ভিডিওর মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের অভ্যাসীদের সাথেদেখা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান । ওখানের অভ্যাসীদের আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল তাদের ধ্যানেবসে যেতে, তারপর গুরুদেব তাদের সাথে যোগ দেবেন । ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গ শেষ হওয়ার সাথেসাথেই গুরুদেব তাঁর অফিস কক্ষে আসেন এবং সিঙ্গাপুরের সমস্ত অভ্যাসীদের স্বাগত জানান ও এক সুন্দর ভাষণ দেন । তাঁর ভাষণে তিনি নার্শারী রাইম "টুইঙ্কিল্ টুইঙ্কিল্ লিট্ল্ স্টার"এর উল্লেখ করে বলেন,"তোমরা জান হীরে বাইরে থেকে আলো বিচ্ছুরণ করে না, এর আছে 'সম্পূর্ণ অন্তরীত বিচ্ছুরণ ক্ষমতা' । হীরের ভিতর থেকে সম্পূর্ণআলো বিচ্ছুরিত হয় । তাই হীরা এত সুন্দর ও উজ্জ্বল । আমাদের হৃদয়ে যেআলো আছে, যার উপর আমরা ধ্যান করি, তাকেও অন্তরে বাড়তে দিতে হবে , যাতে সেইআলো বিচ্ছুরিত হতে পারে আর একদিন আমরাও নক্ষত্রের মতো উজ্জ্বল হতে পারি"। এরপর গুরুদেব শিশুদের সামনে ডাকেন এবং কেমনভাবে সবকিছু ভিতর থেকে প্রকৃতিগত ভাবে বেড়ে ওঠে তা ব্যাখ্যা করেন এবংবলেন আধ্যাত্মিক জীবনও ভিতর থেকে গড়ে ওঠা উচিত ।

একদিন গুরুদেব খুব সকালে ওঠেনএবং বাইরে বসতে মনস্থ করেন । কিছুসময় তিনি নীরবে বসে ছিলেন তারপর তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে বলেন । ইতিমধ্যে যখনই ভ্রাঃ সংবীর এলেন, ইনি তাঁর ই–মেল দেখতে সক্রিয় হয়ে উঠলেন । তাঁর মধ্যে মেল চেক করার জন্য অস্থিরতা ও সক্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় । সর্বোপরি কাজই তাঁর কাছে প্রথম ।

বুধবার, ১০ জুলাই, ২০১৩

গুরুদেব প্রায় ৪০ মিনিট ধরে ৯টার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন তারপর তিনি চারটি বিবাহএবং একটি এন্গেজ্মেন্ট সম্পন্ন করান । তিনি বেশ ক্লান্ত বোধ করছিলেন তাই বিশ্রাম নিতে চলেযান । ঐদিন সন্ধ্যায় গুরুদেব বাইরে ঝির্ঝিরে বৃষ্টি হওয়ার জন্য বারান্দা থেকে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন । সৎসঙ্গের পর প্রায় আধঘন্টা ধরে মুষলধারে বৃষ্টি হয় ।

আগামী জন্মদিনের উৎসবে প্রায় ১০,০০০ অভ্যাসী সমাগমের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল । এ ব্যাপারে গুরুদেব একটা বাজেট প্রস্তুত করে তাঁকে দেখাতে বলেন ।

চেন্নাইয়ে বর্ষা শুরু হয়ে গেছে । গুরুদেব একদিন রাত্রে হুইলচেয়ারে বাইরে এসে বৃষ্টি উপভোগ করেন । তিনি বলেন,"এইভাবে একনাগাড়ে প্রায় দুঘন্টাবৃষ্টি হলে আমাদের জলের সমস্যা দূর হয়" ।

গুরুদেব নিয়মিত ভাবে প্রায় প্রত্যেকদিনই প্রশিক্ষক সিটিংদেন । দিনেরবেলা এটাই তাঁর প্রথম কাজ যা তিনি করতে চানএবংঅন্য কোন সংবাদেও কাজ শেষ হওয়া না পর্যন্ত কোনভাবেই বিরত হতে চাননা ।

শনিবার, ১৩ জুলাই, ২০১৩

এদিন গুরুদেবের অনেকগুলো সিটিং স্থির করা ছিল । সকাল ৭.১৫ মিনিটের মধ্যে সমস্ত সিটিংশেষ করে তাঁর চোখের চিকিৎসা শুরু হয় । ভ্রাঃ এল. সুব্রামনিয়ানের মিউজিক্ শুনতে শুনতে তিনি তাঁর চুল কাটা সেরে ফেলেন । ঠিক তখনই তিনি খবর পান তাঁর অতি পরিচিত এক অভ্যাসী মারা গেছেন । সঙ্গেসঙ্গে গুরুদেবের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি সম্পূর্ণঅন্য জগতে চলেযান । তিনি বলেন,"এই মুহূর্তে এখানে, পরমুহূর্তেই চলেগেল,

কোথায় কেউ জানেনা"। এর পরবর্তী এক ঘন্টা তিনি নীরবে বসে ছিলেন, কখনও চোখবুজে, কখনও শূন্যে তাকিয়ে।

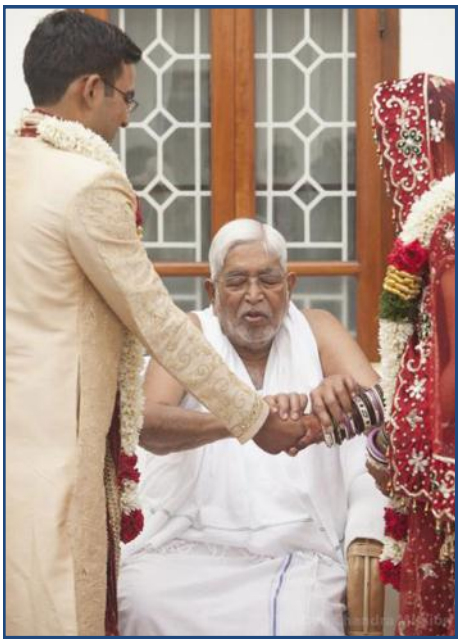

১৪ জুলাই ২০১৩ রবিবার

গুরুদেব ধ্যানকক্ষে যাবার জন্য মনস্থির করেন। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে কটেজে থাকার পরামর্শ দেন কেননা, সকালে উনি একটু অস্থির ছিলেন। আপাততঃ কটেজের সেন্টার হলটি একটি বিবাহস্থলে পরিণত হয়েছে। গুরুদেব সৎসঙ্গের পর পাঁচটি বিবাহ সম্পন্ন করলেন। ভ্রাঃ সংস্কৃত কন্ননের দ্বারা গীতার উপর লেকচারটি ঘন্টা অবধি চলল, সেই সময় গুরুদেব ধ্যানকক্ষেই উপস্থিত ছিলেন। এখন পর্যন্ত ভ্রাঃ কন্নন গীতার ছটি অধ্যায় সমাপ্ত করেছেন। প্রায়ই গুরুদেব প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে নিজের মন্তব্য রাখেন।

২০ জুলাই ভাগবত USA থেকে ফিরল। গুরুদেব খুব খুশী হয়ে বললেন, 'Welcome grandson, আমি তোমারই প্রতিক্ষায় ছিলাম।' উনি নিজের পরিবারের সঙ্গে কিছুটা সময় অতিবাহিত করেন। তারপর সেখানে উপস্থিত অভ্যাসীদের সিটিং দেন। গুরুদেব ভ্রাঃ উলিমিয়র এবং ভ্রাঃ এলবটোর সঙ্গে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বিষয়ের উপর আলোচনা করেন। উনি তাদের কে জিজ্ঞেস করলেন যে কি করে অহম্ ছাড়া উন্নতি করা যেতে পারে। যে অহম্‌টি আবার উন্নতির সহযাত্রী। এটাই মূলতত্ত্বের রহস্য। শিশুদেরই উদাহরণ নিন, তারা যখন তিন বছরের হয় তখন থেকেই তাদের মধ্যে অহম্ জন্ম নেয়। বাবা বলেন, 'এটা কর', 'আমি জানি'। উন্নতির প্রথম পর্বে এটা বোধ হয় প্রয়োজন। নিজের আত্মবিশ্বাসের জন্য, এই জগতে সম্মুখীন হবার জন্য, সমাজে মেশার জন্য। কিন্তু এটা আমাদের ঠিক দুধের দাঁতের মত, প্রথম চরণের দাঁত যেটাকে একসময় পড়ে যেতে হয়। ঠিক সেই ভাবেই সময়ের সাথে সাথে অহম্‌কে পরিপক্ক করে নম্রতায় পরিণত করতে হবে।

২২শে জুলাই ২০১৩ গুরুপূর্নিমা সোমবার

অভ্যাসীর জীবনে এটি একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ দিন যখন সে গুরুর সান্নিধ্যে থাকে। আশ্রম অভ্যাসীদের জমায়েতে ভরে ছিল। গুরুদেব সকালবেলায় তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে বেশকিছু অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করেন। হায়দ্রাবাদের একটি দল তান্হা শান্তি ভানামের একটি বিরাট মডেল নিয়ে এসেছিল, গুরুদেব মডেলটিকে খুব বিস্তারে দেখলেন। মডেলটি দেখে খুব প্রভাবিত হলেন। গর্ভের সঙ্গে বেশ কয়েকজন অভ্যাসীকে ডেকে মডেলের বিভিন্ন দিকগুলি ব্যাখ্যা করলেন।

গুরুদেব ধ্যানকক্ষের গিয়ে সকালের সৎসঙ্গ চালনা করলেন এবং বক্তৃতাও দিলেন। উনি বললেন যে সহজমার্গ আমাদেরকে অনন্ত আশীর্বাদ দেয়, কিন্তু আমরা তার থেকে কতটা গ্রহণ করতে পারি? তারপর উনি আরো বলেন, সততার সঙ্গে নিজের পরীক্ষা বা মূল্যায়ণ করা ছেড়ে দিও না। অন্তত এবার নিজের মধ্যে থাকা সব নোংরা প্রবৃত্তিগুলি ত্যাগ করতে শুরু কর, যে গুলি তুমি জানো তোমার মধ্যে বাসা বেঁধে আছে।

গুরুদেবের ৮৭ জন্মোৎসব পালন

গুরুদেব সকালে খুব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে গিয়ে ছিলেন। রান্নারদল যে প্রসাদ বানিয়ে এনেছিল সেটাকে নিবেদন করলেন এবং তাদের অনুরোধে কেকও কাটলেন। ভ্রাঃ কৃষ্ণা এবং ভ্রাঃ কমলেশ নিজের পরিবারকে নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করলেন। সূর্য উদয়ের আগের থেকেই অভ্যাসীদের একটি বিরাট দল কটেজের গেটে অপেক্ষা করছিল। গুরুদেব নিজের বেডরুমে বসে ছিলেন। অভ্যাসীদের গুরুদেবএর সঙ্গে দেখা করতে ও প্রণাম জানাতে কটেজের স্বেচ্ছাসেবকরা সাহায্য করছিল। সকাল সৎসঙ্গের জন্য কটেজ থেকে বেরিয়ে আসার আগে প্রায়

২৫০ জন অভ্যাসীরা গুরুদেবের দর্শণ করতে পারল । হুইলচেয়ার করে গুরুদেব ধ্যানকক্ষে এলেন । এই বছর যেহেতু কোন ভান্ডারা হয়নি তাই অভ্যাসীদের নিজের স্থানীয় আশ্রমেই উৎসবটি পালন করতে অনুরোধ করা হয়েছিল । অতএব চেন্নাইয়ের কার্যক্রমটি সরাসরি দেখাবার জন্য একটি ভিডিও লিংকের ব্যবস্থা করা হয়েছিল । সৎসঙ্গ, বইয়ের উৎযাপন, গুরুদেবের বক্তৃতা তারপরই ঘোষণা তিনি কটেজে ফিরে যাচ্ছেন । কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘোষণা তিনি আরও কিছু বলবেন তাই পরপর দুটি বক্তৃতা, ভজনের আয়োজন সবকিছুই মানাপাক্কাম ও অন্যান্য সেন্টারের অভ্যাসীদের জন্য দারুণ স্বর্গীয় সুখের অনুভব হল ।

গুরুদেবের প্রথম বক্তৃতায়, পুনরায় আমাদের আবার মনে করিয়ে দিলেন আধ্যাত্মিক বিকাশ শুধু আমাদের জন্যই নয়, আমাদের সন্তানদের ও পারিপার্শিক সমাজের বিকাশ হওয়া দরকার । উনি এটাও বললেন, "নিজেদের মনের মত জিনিস বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা সবচেয়ে বিপদজনক, কেননা আমাদের যদি সঠিক পথ বাছার ক্ষমতা না থাকে তাহলে কিন্তু বেঠিক পথে চলার সম্ভাবনাটা বেড়ে যায় । সহজমার্গ খুব সাধারণ, কিন্তু ঐ সাধারণ থাকার জন্য প্রচুর সাহসের প্রয়োজন । আপনার হৃদয়ে কি আছে সেটা বলার জন্যও সাহসের প্রয়োজন হয় ।"

দ্বিতীয় বক্তৃতায় গুরুদেব বললেন, "আপনারা না থাকলে আমি খুব একা অনুভব করি । এমনকি উৎসব শুরু হবার আগেও আমি ভাবি এরা সবাই শুধু কিছুদিনের জন্যই আছে । কিছুদিন পরে আবার আমায় ছেড়ে চলে যাবে, এই ভেবেই খুব একা মনে হয় এবং দুঃখও হয় । অতএব নিজের একাকীত্ব দূর করার জন্য আমার আধ্যাত্মিক সঙ্গীর প্রয়োজন । এখানে কেউ থাকুক বা না থাকুক তার অনুভব উপস্থিতি আমি অনুভব করি ।"

সকালের অধিবেশনের পর গুরুদেব অভ্যাসীদের সঙ্গে কটেজে ক্রমাগত দেখা করতে থাকেন । দুপুর নাগাদ প্রায় ৫০ জন রাশিয়ান অভ্যাসীদের একটি দল গুরুদেবের শয়নকক্ষে জমায়ত হয় যারদরুণ ওখানের পরিবেশটি হাল্কা হয়ে যায় । গুরুদেব হঠাৎ সিটিং দেবেন ঠিক করলেন । এরপর উনি রাশিয়া যাবার তীব্র ইচ্ছা প্রকাশ করলেন । রাশিয়ানদলটি সেই অনুযায়ী আগামী গ্রীষ্মকালে এই কার্যক্রমের যোজনা তৈরী করছে । তারা মনে করে গুরুদেবের স্বাস্থ এমন একটি স্বতঃস্ফুতঃ এবং আনন্দদায়ক কার্যক্রমের বাধা হতে পারে না । শারীরিক অবস্থা খারাপ থাকা সত্ত্বেও তাঁর যাত্রা করার তীব্র ইচ্ছে দেখে উপস্থিত

সকলের চোখে জল এসে গেল ।

বিকেলবেলায় বাশুরীবাদক ভ্রাঃ শশাঙ্ক ধ্যানকক্ষে একটি ফিউজন স্টাইলে কনসার্ট করল । গুরুদেব পোগ্রামটি ভিডিওর মাধ্যমে সরাসরি দেখলেন ।অবশেষে গুরুদেব একটি চলচিত্র দেখেই দশটার সময় শ্যন করতে গেলেন এবং খুব সাধারণ ভাবেই দিনটি অতিবাহিত হল ।

আগষ্ট ২০১৩

চন্দ্রঘটিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী গুরুদেবের জন্মদিন শুক্রবার ২ আগষ্ট ছিল । সেদিন কটেজে সব ভ্রাতাদের পরনে ধুতি ও নীলজামা ছিল । গুরুদেব সকালে সবাইকে প্রসাদ বিতরন করলেন । উনি প্রায় ৫০ জনের জন্য মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেছিলেন । সেদিন তিনি প্রাঙ্গনে এসে সবার সাথে মধ্যাহ্ন ভোজন সারলেন ।

উত্তর আমেরিকার প্রফেক্ট সেমিনার– ৮ থেকে ১০ আগষ্ট

সকালে গুরুদেব সুস্থ ছিলেন না, সেইজন্য যদিও প্রিফেক্টরা কটেজের বাইরে জমা হয়েছিলেন ,পরে পরিবর্তন করে অডিটোরিয়ামে ফিরে গেলেন কেননা ওনাদেরকে সম্বোধন করার মত অবস্থাতে গুরুদেব ছিলেন না ।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় গুরুদেব সবাইকে চমকে দিয়ে বেরিয়ে এসে কটেজের বাহিরে বসলেন । উত্তর আমেরিকার প্রিফেক্টরা গুরুদেবের সাথে দেখা করতে পারলেন, এবং গুরুদেব ওনাদের সবাইকে সম্বোধন করলেন ।

ভ্রাঃ সন্তোষ শ্রীনিবাসন এবং চৌদ্দোজন ফেসিলিটেটারের দল মিলে ১৪০জন প্রিফেক্ট সমুদায়এর জন্য ‘প্রিফেক্টদের অনুভবকে গভীরতর করা’ বিষয়টির ওপর সেমিনারের পরিচালনা করলেন । ভ্রাঃ কমলেশও প্রফেক্টদের তিনদিন বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন । রবিবার দিন Q & A অধিবেশণ দিয়ে সেমিনারের পরিসমাপ্তি হল ।

৯ই আগষ্ট , ২০১৩ শুক্রবার

ইদের দিন বা রামজানের শেষদিন এটা একটি প্রথা চলে আসছে, একটি মুসলমান পরিবার যারা আশ্রমের কাছাকাছি থাকেন তারা এসে গুরুদেবের আশীর্বাদ নেন । গুরুদেব তাদের আমন্ত্রিত করেন, প্রতিটি বাচ্চার সাথে দেখা করেনএবং একই সঙ্গে মিষ্টিও দেন । সেখানে উপস্থিত সবাইকে প্রসাদ বিতরন করলেন ও সিটিং দিলেন ।

উত্তর আমেরিকা সেমিনার– ১১ থেকে ১৭ আগষ্ট

উত্তর আমেরিকা এবং কানাডার ভাইবোনেরা “পূর্বধারণা, আধ্যাত্মিক উন্নতির সবচেয়ে বড় বাধা” এই প্রসঙ্গের সাথে নিজেকে যুক্ত করে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য একত্রিত হয়েছিলেন । বিশেষ করে গুরুদেব ভ্রাঃ পি.আর.কৃষ্ণা, কমলেশ, রব ক্লিনগার ,কন্নন, বিনোদ, এবং ভঃ এলিজাবেথদের বক্তা নিযুক্ত করলেন ।

ভ্রাঃ কমলেশ মিশনের বই পড়ার গুরুত্বের ওপর জোড় দিলেন

এবং তাই সবাইকে সারা দুপুরটা গুরুদেবের বই পড়ে কাটানোর প্রস্তাব দিলেন ।

উনি আমাদের আরো জানালেন, মহান গুরুদের লেখাগুলির পটভূমিকার কি গুরুত্ব ।

ঐ সভাতে তরুন অভ্যাসীরা যারা সহজমার্গে উপর আলোচনায় ইচ্ছুক ছিল তাদের, আধ্যাত্মের উদ্দেশ্য, তরুনদের সাথে তা কি ভাবে যুক্ত এবং গুরুদেব তাদের জীবনে কি ভাবে প্রভাব ফেলেন এই সব বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হল ।

◀ Br Kamlesh hoisting the Indian flag on the occasion of the Indian Independence day on August 15.

ভ্রাঃ ভিক্টর কন্নন U-Connect (University connect) কার্যক্রমটির সাথে শিক্ষক এবং ছাত্র–ছাত্রীদের পরিচয় করালেন ও ভ্রাঃ কৃষ্ণলিঙ্গা উচ্চতর শিক্ষার্থী অভ্যাসীদের বেশী তৎপর হবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন, যাতে সহজমার্গকে আগামী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

পুরো সেমিনারটি চলাকালীন চেন্নাই–এ ক্রমাগত বৃষ্টিপাত চলল যা ১৬ তারিখ অবধি কিছুটা হাল্কা হল। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাকালীন সিটিং শেষ হবার পর সব অভ্যাসীদের জন্যই গুরুদেবের দ্বার খুলে যেত। ১৬ তারিখ সন্ধ্যেবেলায় একটি ৮ বছরের সাহসী বালক গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করল, "গুরুদেব ভগবান নিজেকে তোমার মধ্যে লুকিয়ে রাখেন কেন, উনি নিজেকে প্রকাশ করেন নাই বা কেন ?" তাতে গুরুদেব বললেন, "যদি ভগবান লুকিয়ে আছেন তাহলে নিশ্চয়ই তারপিছনে কিছু কারণ আছে। আর যদি সেই কারণটাই প্রকাশ হয়ে যায় তাহলে তাঁর লুকিয়ে থাকার উদ্দেশ্যটাই বা কি থাকবে?" শুধুমাত্র গুরুদেবএর দ্বারাই এত সুন্দর উত্তর দেওয়া সম্ভব।

১৭ তারিখ সন্ধ্যেবেলায় উনি মৃদু– মৃদু হাসছিলেন এবং একটি বিরাট শিশুদের দলের সাথে হাত মেলাছিলেন, তারা নিজেকে গুরুদেবের সান্নিধ্যে পেয়ে খুব খুশী ছিল, ক্রমশ বড়রাও গুরুদেবকে প্রনাম করতে সাহস করে এগিয়ে এলেন। তাদের মধ্যে কিছু অভ্যাসী মিষ্টি এবং উপহার নিয়ে এসেছিলেন, গুরুদেব প্রত্যেকের সঙ্গে প্রচুর ধৈর্য্যের সাথে ও শান্ত মনে দেখা করলেন। একজন ভ্রাতা সেমিনারের প্রসঙ্গে গুরুদেবকে প্রশ্ন করলেন, "গুরুদেব ভালোবাসা কি পূর্বধারনার বিপরীত? তৎক্ষণাৎ গুরুদেব উত্তর দিলেন, "ভালোবাসার কিছু বিপরীত নেই।" উনি আরো বললেন, যেমন ঈশ্বরের কোন বিপরীত নেই ঠিক তেমনি ভালোবাসারও কোন বিপরীত নেই।

যখন ওনাকে জিজ্ঞেস করা হল কেমন আছেন, উনি উত্তর দিলেন, "খুব ভালো নেই কিন্তু তারজন্য কোন অভিযোগও নেই।" গুরুদেবের দর্শণটি খুবই হৃদয়স্পর্শী এবং সেই মুহূর্ত গুলি নিরবতায় পরিপূর্ন ছিল।

সেমিনারটি চলাকালীন গুরুদেব সুস্থ ছিলেন না। যারদরুন ওনার পূর্বপরিকল্পিত পরিদর্শন, সভা এবং সৎসঙ্গগুলি বাতিল করে দিতে হল, গুরুদেবের স্বতঃস্ফুর্ততায় বিন্দুমাত্র ঘাটতি ছিলনা। ওনার শারীরিক অবস্থার একটু উন্নতি ঘটলেই উনি উপস্থিত থাকতেন এবং বাইরে এসে অভ্যাসীদের সাথে দেখাও করতেন বা অন্যদের দেওয়া বক্তৃতাও শুনতেন। উনি বললেন, অভ্যাসীর কাছে আমার উপস্থিতিটা এখন ওপর থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে (ওপরে বাবুজী মহারাজের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে) এবং এখন এটা আরো বেশী করে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোনকিছুই অতিরিক্ত মাত্রায় বিদ্যমান থাকলে তার মান থাকেনা। অতএব আমি প্রত্যেককে এই সুযোগের যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করার পরামর্শ দিচ্ছি।"

শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের ৮৭ তম জন্মদিবসউদ্‌যাপন

সারাদেশেপূর্ণাঙ্গ দিনের কার্যকারিতার মাধ্যমে গুরুদেবের ৮৭ তম জন্মদিবস অনুষ্ঠিত হয় । দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে সকালের ধ্যানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় । তারপর যুব অভ্যাসী ও বাচ্চাদের দবারা প্রস্তুত ছোট নাটিকা ও নৃত্য পরিবেশিত হয় । অভ্যাসী ভাই ও বোনেরা ভজন পরিবেশন করে পরিবেশে শান্তি ও ভক্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করে ।

পর্দায় গুরুদেবকে দেখতে পেয়ে অভ্যাসীরা আন্তরিক আনন্দ অনুভব করে । চেন্নাই থেকে এই সরাসরি সম্প্রচারের ফলে গুরুদেবের শারীরিক উপস্থিতি অনুভূত হয় । কিছু কেন্দ্রে কেক্ কাটা ও জন্মদিনের গান গাওয়া হয় । তারপর হুইস্পার থেকে বার্তা পাঠ করা হয় ও বাচ্চারা ছোট নাটিকা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে । অনেক কেন্দ্রে উপস্থিত অভ্যাসীর সংখ্যা নিয়মিত সৎসঙ্গের উপস্থিতির থেকে অনেক বেশী ছিল । সব কেন্দ্রে বিভিন্ন ভাষণ, ছোট নাটিকা, দলগত আলোচনার মাধ্যমেসহজ মার্গের বিভিন্ন দিক যেমন সঠিক আচরণ, সমর্পণ, বিশ্বাস, লক্ষ্য, পথ তুলে ধরা হয় । অধিকাংশ কেন্দ্রে ভাষণ, ছোট নাটিকা ও দলগত আলোচনায় গুরুদেবের জী–বনের তাৎপর্যপূর্ণ দিকগুলো উপস্থাপিত হয় ।

ছোট বড় সব কেন্দ্রে দলগত ও পারস্পরিক আলোচনালক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যের সঙ্গে সমতাপূর্ণ ছিল । ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই দিনটি আত্মসমীক্ষা, প্রেম, ভক্তি ও অন্তরের আনন্দ দিয়ে অতিবাহিত হয় ।

Ahmednagar

Nagpur

Gondia

Solapur

Bhilwara

Jodhpur

Jaipur

Phulgaon

Madurai

Kolkata

Ranchi

Chikali

লুধিয়ানা, পাঞ্জাবে প্রথমআশ্রম

লুধিয়ানা–পাখোয়াল সড়কে অবস্থিত এই আশ্রম লুধিয়ানা স্টেশন থেকে ১০ কিমি এবংবাসস্ট্যান্ড থেকে ৬ কিমি দূরে অবস্থিত। ২০০০ sq yd এর দোতলা তিনটি ব্লকে তৈরী হয়েছে গুরুদেবের আবাসন, ধ্যানকক্ষ, ডর্মিটরি, অফিস, শিশুকেন্দ্র, রন্ধনশালা ও শৌচালয়। ধ্যানকক্ষে ৩৫০ জনের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। আশ্রমেবিশেষ ধরণের একটি ঘন্টাআছে। এটি US তে তৈরী এবং গুরুদেবের সম্মতি স্বীকৃত।

ZiCভ্রাঃ মেজর জেনারেল(অবসরপ্রাপ্ত)হরভজন সিং ২২ জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন ৩০০ অভ্যাসীর উপস্থিতিতে আশ্রমের উদ্বোধন করেন। চেন্নাই থেকে গুরুদেব ভিডিও সংযোগে আশ্রম উন্মোচন করেন এবং উপদেশ দেন যাতে অভ্যাসীরা তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এই আশ্রমসর্বোত্তম ব্যবহার করে। লুধিয়ানার CiC ভ্রাঃ রামন কাপুর এই উপহারের জন্য গুরুদেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনএবং সকল অভ্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবীদের ধন্যবাদ জানান। উপস্থিত সকল অভ্যাসীরা এই পরিবেশে ঐশীশক্তি ও গুরুদেবের উপস্থিতি অনুভব করে।

মানামাদুরাই, তামিলনাড়ু

শিবগঙ্গাই জেলার মানামাদুরাই কেন্দ্র দীর্ঘ কয়েক বছর প্রশিক্ষক ভ্রাঃ রাধাকৃষ্ণান এর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হত। সম্প্রতি ভ্রাঃ নিত্যানন্দম্ ৩৩ সেন্ট জমিদান করেন এবং অফিস, রন্ধনশালা, শৌচালয়সহ ২৪০০ Sq ft আয়তনের ধ্যানকক্ষ নির্মিত হয়েছে। গুরুদেবের অনুমতি নিয়ে Zi-Cভ্রাঃ টি.ভি.বিশ্বনাথ রাও ২০ জুন প্রথম সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। নিকটবর্তী বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রায় ২০০ জন অভ্যাসী এই সৎসঙ্গে যোগ দেয় ও তারা সন্ধ্যার সৎসঙ্গ পর্যন্ত ছিল।

ভাদাকানগুলাম, তামিলনাড়ু

ভাদাকানগুলামআশ্রমে নব–নির্মিত গুরুদেবের বাসগৃহের উদ্বোধন ও গুরুদেবের জন্মদিনপালন করার জন্য ভাদাকানগুলাম, তিরুনেলভেলি, থুথুকুরি,কন্যাকুমারি থেকে প্রায় ৩০০ অভ্যাসী সমবেত হয়। এই আশ্রমে অর্ধ–স্থায়ী ধ্যানকক্ষ, শৌচালয়, পাতায় ছাওয়া রান্নাঘর ও গুরুদেবের কর্টেজের পাশেডর্মিটরি সহ অভ্যাসীদের ক্লাসরুম সব তৈরী।

সকাল ৮–৩০ মিনিটে কর্টেজের আবরণ উন্মোচন করা হয় এবং ৯ টায় ভ্রাঃ এ.পি.দুরাই সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। তারপর তিনি গুরুদেবের ভাষণের কিছু অংশ পড়ে শোনানযেখানে গুরুদেব বলেছেন শুধু আশ্রমে নয় স্বর্গীয় অনুভব সর্বত্র হওয়া উচিত। তারপর অভ্যাসীদের বক্তৃতা , দলগত আলোচনা, আশ্রমের ইতিহাস এবং গুরুপূর্ণিমার দিন গুরুদেব প্রদত্ত ভাষণের ভিডিও দেখানো হয়। সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার আগে সহজমার্গ বিষয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বচলে।

পায়ানুর, কেরলা

গুরুদেবের নির্দেশ অনুসারে ২২ জুলাই গুরুপূর্ণিমার দিন ZiC ভ্রাঃ কে.ইউ.মোহন ধ্যানকক্ষের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। ৬৫ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানেযোগ দেয়। সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। তারপর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। কয়েকটি বৃক্ষ–রোপন করা হয়। প্রাতরাশের পর অভ্যাসীরা দলগত আলোচনার জন্য ধ্যান কক্ষে সমবেত হয়। CiC ভ্রাঃ টি.ভি.কুনহি কান্নন তাঁর ভাষণে বলেন এই বিশেষদিনে আশ্রমের উদ্বোধন পায়ানুর আশ্রমের উন্নতির এক ধাপ। তিনি বিনম্র আবেদন জানান যাতে সকল অভ্যাসী আশ্রম তৈরীর কাজে সম্পূর্ণচিত্তে সহযোগিতা করে। তিনি আরও বলেনযে সেবার মাধ্যমে নিজেকে উন্নত করার সুবর্ণসুযোগ করে দিয়েছেন গুরুদেব।

নতুন কেন্দ্রের উন্মেষ– জাওড়া, মধ্যপ্রদেশ

মধ্যপ্রদেশের জাওড়া, রতলমের নিকটবর্তী একটি ছোট শহরে বহুবছর ধরে কেবল ১০ জন অভ্যাসী ছিল । ১২–ই জুলাই ডঃ রুচির উদ্যোগে একটি অবারিত দ্বার সভার আয়োজন করা হয়েছিল এবং ৭৫ জন অভিলাষী সহজমার্গ গ্রহণ করেছিল । ২৪শে জুলাই জাওড়াতে নতুন অভ্যাদীদের নিয়ে গুরুদেবের জন্মদিন উদ্যাপিত হয়েছিল । এরপর ZiC ভ্রাঃ প্রভাকর দাস এবং কয়েকজন প্রশিক্ষকও অভ্যাসী জাওড়া এবং রতলম পরিদর্শনে এসেছিলেন, ৩–রা এবং ৪– ঠা আগষ্ট একটি পূর্ন– দিবস সতায় অংশগ্রহণ করার জন্য । রতলম এবং মনসুরের অভ্যাসীদের সাথে জাওড়া নতুন ৬৫ জন অভ্যাসী ও এই সতায় অংশগ্রহণ করেছিল । ভ্রাঃ দাসের সহজমার্গ চর্চার ওপর বক্তব্য এবং উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং প্রশিক্ষকদের সাথে ঘরোয়া আলোচনা অভ্যাসীদের দ্বন্দ্ব দূর করতে সাহায্য করেছিল ।

৯ এবং ১০–ই আগষ্ট ২৬ জন অভিলাষী এই মিশনে যোগ দিয়েছিল । এইভাবে এক কেন্দ্র, যাতে কয়েক দশক ধরে শুধুমাত্র একডজন অভ্যাসী ছিল, শুধুমাত্র একমাসের মধ্যে ১১২জন অভ্যাসীর কেন্দ্রে পরিণত হল । এই সকল অভ্যাসীরা সহজমার্গ– কে প্রবল আগ্রহের সাথে জীবন–যাপনের আদর্শ বলে স্বীকার করেছিল । এই কাজকে সম্ভবপর করার জন্য নিকটবর্তী কেন্দ্রের প্রশিক্ষক এবং সহায়তাকারীরা যে ভাতৃত্ব এবং দলবদ্ধতা দেখিয়েছিলেন, তা দৃষ্টান্তস্বরূপ ।

পারামাকারী, তামিলনাড়ু

প্রশিক্ষক ভ্রাঃ অরুনাচলম (চেন্নাই) এবং ১৪ জন অভ্যাসীদের একটি দল ৬ এবং ৭–ই জুলাই ২০১৩ পারামাকারী এবং মনমাদুরাই কেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করেছিল । পারামাকারীতে ৬–ই জুলাই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছিল সকাল ১১.৩০ টায় সৎসঙ্গের মাধ্যমে, যাতে ২৫জন স্থানীয় অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেছিল । মধ্যাহ্নভোজনের পর সকল অভ্যাসীরা মনমাদুরাই– এর দিকে রওনা হয়েছিল, যেখানে সদ্যএকটি নতুন মেডিটেশন হল্ এর উদ্বোধন হয়েছিল । তারা CiC ভ্রাঃ রাধাকৃষ্ণণ এবং সেখানে জমায়ত ৭০ জন অভ্যাসীদের দ্বারা সাদরে অভ্যর্থীত হলেন । পূর্বনির্ধারিত বিষয়ের ওপর দলগত আলোচনা পুরো হল্কে উদ্দীপনার সাথে পূর্ণ করে দিয়েছিল । এরপর সন্ধ্যা ৭.৩০ টায় সৎসঙ্গ পরিচালিত হল এবং অভ্যাসীরা সেই রাতে পারামাকারী ফিরে গেলেন । রবিবার পারামাকারী, রামানাথপুরম, সিঙ্গমপুনারী, মাদুরাই, শিকাঙ্গাই, মনমাদুরাই এবং চেন্নাই–এর ৭ জন প্রশিক্ষক সহ ৬০জন অভ্যাসী জমায়ত হয়েছিলেন । সহজমার্গের মূল বক্তব্যের ওপর প্রশ্নোত্তরপর্ব; গুরুদেব, মিশণ এবং পদ্ধতির ওপর ক্যুইজ–দেখেছিল অভ্যাসীদের উদ্দীপনার সাথে যোগদান, যা আয়োজনকারীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল এইদিন তিনটি সৎসঙ্গ পরিচালিত হয়েছিল । প্রতিটি পর্ব–ই ভ্রাঃ অরুনাচলম আয়োজিত এবং পরিচালিত করেছিলেন । এই পর্বগুলি অভ্যাসীদের সহজমার্গকে গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করেছিল ।

বনশঙ্করী, ব্যাঙ্গালোর

কানাডা অনুষ্ঠান " মনন– সাধন চিন্তন শিবির", জুলাই ১৩–১৪ এবং আগষ্ট৩–৪ দুটি ভাগ পরিচালিত হয়েছিল, যাতে আনুমানিক ১১০ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেছিল । ভ্রাঃ বি. শ্রীনিবাস এই অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা, সমন্বয় এবং পরিচালনা করেছিলেন । ডঃ বসন্ত কুমারী, ভ্রাঃ ডঃ কৃষ্ণমূর্তি এবং ভ্রাঃ বি.জি. সুব্রমন্য এর সাহায্যে, যারা সাধনার মূল বক্তব্যগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছিলেন । সাধনার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য তুলে আনার জন্য অভ্যাসীদের কিছু বিষয় এবং প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল, যা তারা দলগত আলোচনা পরে উপস্থাপনা করেছিলেন । সাহায্যকারীদের ব্যাখ্যা ও পরিশোধনা, গুরুদেবের বক্তব্য এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব সমস্ত দ্বন্দ্ব দূর করতে সাহায্য করেছিল । এর প্রতিক্রিয়া ছিল উৎসাহজনক এবং এই অনুষ্ঠান আধ্যাত্মিক প্রগতি সাধনের আকাঙ্খা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছিল ।

মুম্বই, মহারাষ্ট্র

৩রা আগষ্ট ২০১৩, ভ্রাঃ মোহনদাস হেগড়ে কর্তৃক নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজিত "সহজমার্গের প্রতি আগ্রহ পুনরুদ্ধার ও পুর্ন–নয়ন" অনুষ্ঠানে মুম্বই এবং পুনের ৬৩ জন যুব অভ্যাসী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ভূমিকায় তাদের বলা হয়েছিল ডায়েরীতে নিজেদের প্রতি একটি প্রতিশ্রুতি নথিবদ্ধ করতে। এরপর "সুষম জীবনের প্রয়োজনীয়তা" এর ওপর উপস্থাপনা এবংদৈনন্দিক চর্চার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি" ও "প্রভাব–হীন জীবন যাপনের উপায়"–এর উপর দলগত আলোচনা হয়েছিল। এই আলোচনা তাদের সাহায্য করেছিল দৈনন্দিন চর্চার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির আকর্ষণীয় উপায় উদ্ভাবন করতে। সহজমার্গ সাধনার উদ্দেশ্য এবং সান্ধ্য সৎসঙ্গের মাধ্যমে ভ্রাঃ হেগড়ে এই পর্বের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেছিলেন।

ভীলওয়াড়া, রাজস্থান

২৮–শে জুলাই ২০১৩, ১৫ জন অভ্যাসী যুব অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা আলোচনা করেছিলেন, কি ভাবে আমাদের দৈনিক কাজ তাঁর স্মরণে করা উচিত, যাতে কাজ উপাসনা হয়ে ওঠে। কিছু অভ্যাসী এই বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলেন। এই বিষয় সম্পর্কিত কিছু উদ্ধৃতি মিশনের বইগুলি থেকে পড়া হয়েছিল এবং স্থির করা হয়েছিল যে সবাই পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত ধ্রুব স্মরণে থাকার চেষ্টা করবেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করবেন।

শ্রী গঙ্গানগর, রাজস্থান

১৫ জন অভ্যাসী "স্ব–নিয়ামানুবর্তীতা" – এর আয়োজিত একটি অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই বিষয়ের ওপর একটি ভিডিওর অংশবিশেষ প্রদর্শিত হবার পর একটি আলোচনা হয়েছিল, যার সূত্রপাত ছিল বাবুজীর উক্তি, "যে জন নিয়মানুবর্তী সেই প্রকৃত শিষ্য"। এই আলোচনা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে দৈনন্দিন সাধনা এবং ১০টি প্রবচন স্ব–নিয়মানুবর্তী হতে এবং জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে।

কোলকাত, পশ্চিমবঙ্গ

কোলকাতা এবং রানীগঞ্জ, আসানসোল, ঝাড়গ্রাম এবং দূর্গাপুর এর মতো নিকটবর্তী কেন্দ্রের আনুমানিক ৪০ জন অভ্যাসী BMA, কোলকাতায় ২ দিনের যুব সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল। এই অনুষ্ঠানএর সূচনা হয়েছিল সান্ধ্য সৎসঙ্গের মাধ্যমে। এরপর পরিচায়ক পর্বের সূৎপাত হয়েছিল, যার পটভূমি ছিল স্তব "Pass it on" "অন্তর ও বাহির এর সমতা"প্রসঙ্গে ১০ প্রবচন ভিত্তিক একটি দলের অভিনীত নাটিকা তাদের গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল প্রবচনগুলিকে অনুসরণ করার জন্য। পরের দিন সকালে সাধনার মূল দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কিত গুরুদেবের কিছু বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল সম্যক বিরতির সাথে, যাতে তারা শ্রুত বিষয়ের ওপর চিন্তা করতে পারে। একটি মার্বেল এবং পাইপ দৌড় জীবনে সাম্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেছিল এবং

"শুধুমাত্র দু–মিনিট" পর্বে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে ২–মিনিট এর জন্য প্রদত্ত বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখতে বলা হয়েছিল। সান্ধ্য সৎসঙ্গের পর একটি প্রতিক্রিয়াপর্বের দ্বারা এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা হয়ে ছিল।

মুম্বই– আলিবাগ যাত্রা

১৫–ই জুন ৪৫ জন যুব অভ্যাসী ও কিছু প্রশিক্ষক পানভেল, আশ্রম থেকে আলিবাগ রওয়ানা হয়েছিল। এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল একে অপরকে জানা এবং তাঁর স্মরণে কিছু সময় অতিবাহিত করা। ঘটনাস্থল এ পৌঁছাবার পর গুরুদেবের বক্তব্য পেশ করা হয়েছিল। এরপর ১০ প্রবচন ভিত্তিক এক সমন্বয় কার্যক্রম আয়োজিত হয়েছিল। আলিবাগ এর

...contd.

শহর অঞ্চলে মধ্যাহ্নভোজের পর সমুদ্রতীরে বিকাশ অতিবাহিত করা হয়েছিল । রাতের খাবার পর ভ্রাঃ Ichak Adizes- এর একটি ভিডিও প্রদর্শিত হয়েছিল এবং যুব অভ্যাসীরা এরপর ঘুমাতে চলে গিয়েছিল । যুবকেরা ভ্রাঃ তিল্লুর খামারবাড়িতে এবং যুবতীরা ভঃ পীনা সাহ্ এর বাড়িতে রাত্রি অতিবাহিত করেছিল । পরের দিন সকালের সৎসঙ্গ খুবই প্রানবন্ত হয়েছিল । এরপর সাধনা এবং মিশণের কাজকর্মে কি ভাবে নিজেকে আরোও সঁপে দেওয়া যায়– এই বিষয়ে একটি আলোচনা হয়েছিল । এই পর্বের শেষে যুব অভ্যাসীরা পানভেল আশ্রমে ফিরে যাবার পথে নাগোথানের আরোও একটি নিকটবর্তী কেন্দ্র প্রদর্শন করেছিল ।

New Appointments

Centre-in-Charge

Br Gauri Shankar Dwivedi
Mirzapur, U.P.

Br Dilip Kumar Singh
Fatehpur, U.P.

Br Pyare Lal
Mughalsarai, U.P.

Br Ravi Kumar Jain
Robertsganj (Sonebhadra), U.P.

Br J.K. Mehrotra
Bahraich, U.P.

Br Naresh Chawra
Dhanbad, Jharkhand

Sis. Elizabeth Denley
Director, History and Archives Department

একটি আমন্ত্রণ

প্রকাশনা দপ্তর সকল অভ্যাসী এবং তাদের সন্তানদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সৃষ্টিশীল রচনা জমা দেওয়ার জন্য । উপস্থাপনা নিম্নোক্ত এক বা একাধিক বিষয়ের ওপর হতে পারে :

- শিল্প, কোলাজ, অঙ্কন বা অন্য কোনোপ্রকার ব্যক্তিগত শিল্পকলা ।
- ব্যক্তিগত ভাবে তোলা ফটোগ্রাফ
- Adobe photostop বা সদৃশ software দ্বারা রচিত নকশা – যাতে ছবি । শিল্পের পরিস্কার উল্লেখ আছে

প্রকাশনা দপ্তর প্রাপ্ত নকশার পর্যালোচনা করবে এবং তা মিশনের প্রকাশিত বই বা অডিও– ভিডিওর আচ্ছাদন নকশা হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে । উল্লেখ যে, আপনার বিষয়বস্তু বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে আপনি Spiritual Hierarchy Publication Trust - প্রকাশনার পূর্ন অধিকার দিচ্ছেন ।

উপস্থাপনা নিম্নোক্ত প্রকারে করা যেতে পারে :

- বৈদ্যুতিক মাধ্যম, কম– রেজলিওশন এর ডিজিটাল অনুলিপি design@shpt.in. - এ ইমেল করে । যদি চারুশিল্প বিবেচিত হয়, তাহলে বেশী রেজলিওশন এর ফাইল পাঠানোর অনুরোধ জানানো হবে ।
- ডাকযোগ, নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাঠিয়ে :

Design Team
Spiritual Hierarchy Publication Trust
Admin Building, Babuji Memorial Ashram
Manapakkam, Chennai – 600025

অনুগ্রহ করে আপনার নাম, বয়স (শিশুদের ক্ষেত্রে), অভ্যাসী ID (শিশুদের উপস্থাপনার ক্ষেত্রে, তার অভিভাবক– এর), কেন্দ্রের নাম, যোগাযোগের ঠিকানা, ফোন নম্বর এবং ইমেল Address উপস্থাপনার সময় উল্লেখ করবেন । যদি আপনার নকশা প্রকাশনার জন্য বিবেচিত হয়, প্রকাশনা দপ্তর আপনার সাথে যোগাযোগ করবে ।

পূজ্য গুরুদেবের স্বাস্থ সম্পর্কিত সাম্প্রতিকতম তথ্য

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

পূজ্য গুরুদেবের শারীরিক অবস্থা আপনাদের অবহিত করতে দেরী হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত, পূজ্য গুরুদেব সাম্প্রতিক চিকিৎসায় ভালোভাবে সাড়া দিচ্ছেন , যদিও চিকিৎসার পার্শ্ব– প্রতিক্রিয়া তাঁকে দুর্বল করে তুলেছে । তিনি শুধুমাত্র মানসিক দৃঢ়তার জন্য , নিয়মিত physiotherapy এর সাহায্যে জীবন যাপন করছেন । তাঁর সমস্ত লক্ষণ স্বাভাবিক । অনুগ্রহ করে তাঁর সুস্বাস্থর কামনা করবেন । তিঁনি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আপনাদের প্রার্থনার জন্য, যা তাঁকে সাহায্য করছে ।

ধন্যবাদান্তে
ডাঃ নটবর শর্মা

New Publications

Inspirations
DVD English

A Rare Opportunity
DVD English

Invertendo
DVD English

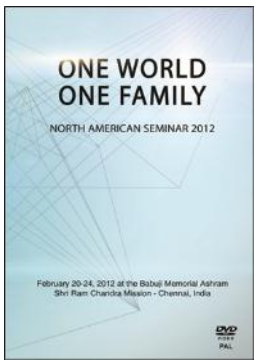

One World One Family
DVD English

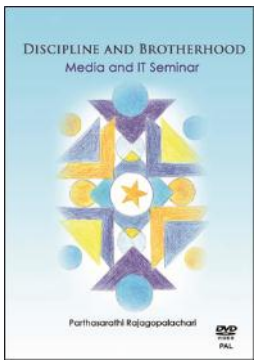

Discipline & Brotherhood
DVD English

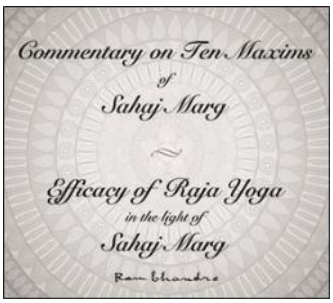

Commentary on Ten Maxims & Efficacy of Raja Yoga
MP3 - English

Commentary on Ten Maxims & Efficacy of Raja Yoga
MP3 - Tamil

Commentary on Ten Maxims & Efficacy of Raja Yoga
MP3 - Hindi

Reality at Dawn
MP3 -Tamil

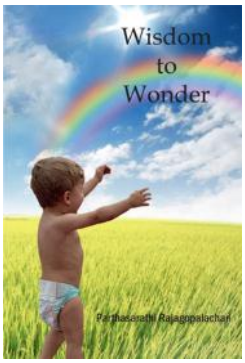

Wisdom to Wonder
English

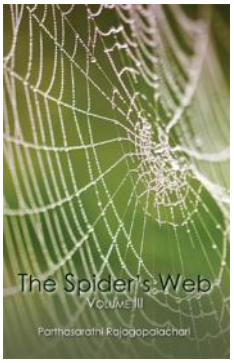

Spider's Web Vol-3
English

In His Footsteps—Vol 3
Telugu

Down Memory Lane
Hindi

Heart Speak-2003
Tamil

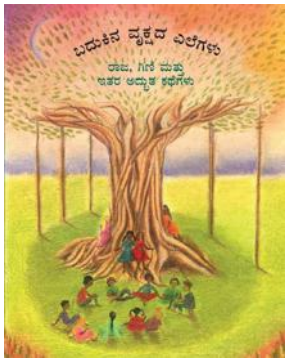

Tales of Wonder Vol-1
Kannada

Prefects' Directory

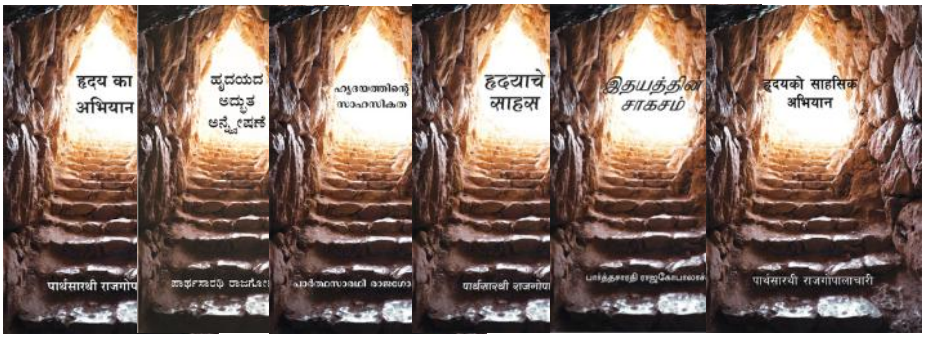

The Heart's Adventure

এরোতে আশ্রম, তামিলনাড়ু

জ্যোতির্কেন্দ্র

এরোতে কেন্দ্রের প্রথম অভ্যাসী এসেছিল কোয়েম্বাটুর থেকে বদলী হয়ে । তিনি এরোতে তে একটি নতুন গৃহ নির্মান করেছিলেন, যার একতলায় ছিল মেডিটেশন হল । আর এইভাবেই ফেরুয়ারী ১৯৮২–তে এরোতে কেন্দ্রের পত্তন হয়েছিল । ১৯৯৩ সালে তিনিই এরাতের প্রথম প্রশিক্ষক হয়ে ওঠেন । অভ্যাসীর সংখ্যা বেড়ে ওঠার হেতু তিনি বাড়ির পেছনের উঠানে মেডিটেশন হল্ সরিয়ে নেন, যেখানের নতুন তাঁবুতে আনুমানিক ২০০ অভ্যাসী বসতে পারে।

৩রা নভেম্বর, ২০০০, গুরুদেব অকস্মাৎ এরোতে –তে উপস্থিত হন । তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করেছিলেন এবংতাঁর সংক্ষিপ্ত উপস্থিতকালীন প্রত্যেক অভ্যাসীর হৃদয়ে আশ্রমের জমির প্রয়োজন অনুভূত হয় । কিছুদিন পরেই আট্যমপাল্যম–এ আশ্রমের জন্য জমি কেনা হয়, যা জাতীয় সড়ক নং ৪৭ এর অনতিদূরে ভবানী এবং পেরানদুরাই এর মাঝখানে অবস্থিত ।

২৪–শে অক্টোবর, ২০০১, সমাজের নামে ৭ একর জমি নথিবদ্ধ করা হয় । আশ্রমের জন্য ২.৩৮ একর এবং বাকী জমি অভ্যাসীদের মধ্যে বন্টনের জন্য রাখা হয় । ডিসেম্বর ২০০১–এ খড়ের ছাউনিযুক্ত ৩০ x ৪০ ফুট মেডিটেশন হল্ নির্মিত হয়, যাতে আনুমানিক ২৫০ জন অভ্যাসী বসতে পারে । একটি ছাদযুক্ত পুরাতন ভবন, যা জমি ক্রয়ের সময় থেকে বর্তমান ছিল, প্রয়োজনীয় রদবদলের পরে বর্তমান গুরুদেবের কুটীর হিসাবে ব্যবহৃত হয়, যাতে আমাদের আদরণীয় গুরুদেব আরামে থাকতে পারেন ।

১ লা এপ্রিল ২০০২, গুরুদেব নথিবদ্ধকরণের কাজে এরোতে –তে এসেছিলেন এবং ২ দিন অতিবাহিত করেছিলেন । তিনি বলেছিলেন যে, "এরোতে আশ্রম নিকটবর্তী ক্ষুদ্র কেন্দ্রগুলির নাভিকেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে ।" সেইমত প্রতি মাসের দ্বিতীয় রবিবারে নিকটবর্তী কেন্দ্রের সকল অভ্যাসী এখানে জমায়েত হয় । যখনই গুরুদেব সড়কপথে তিরুপুর যান, তিঁনি এরোতে–তে যাত্রা ভঙ্গ করেন । আনুমানিক ৪০০০ বর্গফুটের একটি স্থায়ী রান্নাঘর তথা খাবারঘরের নির্মান শুরু হয় ২০১০ সালে । ১৪–ই মে, ২০১১ সালে তিরুপুর যাবার পথে গুরুদেব এরোতে–তে উপস্থিত হন । তিনি রান্নাঘর তথা খাবারঘরের উদ্বোধন করেন এবং সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ।

এই আশ্রমে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধে, যেমন– প্রসাধনাগার, একটি জেনারেটার কক্ষ, অতিথিশালা, নিরাপত্তা রক্ষীর কক্ষ এবং শিশুদের খেলার জায়গা আছে । প্রতি রবিবার আনুমানিক ২০০ অভ্যাসী এরোতে কেন্দ্রে সৎসঙ্গে যোগদান করে এবং প্রতি তিনমাসে একবার কারুমন্ডমপাল্যম, আরাচালুর, ভবানী পেরেন্দুরাই, গোবি, কাভিন্দাপাদী, সত্যমঙ্গলম এবং পাল্লিপাল্যম এর মত নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলিকে নিয়ে একটি পূর্ন দিবস অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় । ক্রমবর্ধমান অভ্যাসীদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য একটি নতুন মেডিটেশন হল্ এর পরিকল্পনা করা হচ্ছে ।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2013 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.